সর্বশ্রী নন্দন বায়োম্যাট্রিক্স লিমিটেড.

বনাম

এস. আম্বিকা দেবী এবং অন্যান্য

(২০১০ সালের দেওয়ানি আবেদন নম্বর ৭৩৫৭-৭৩৭৬)

মার্চ ০৬,২০২০

[বিচারপতিদ্বয় মোহন এম শান্তনগৌদার এবং আর সুভাষ রেড্ডি]

ভোক্তা সুরক্ষা আইন, ১৯৮৬ – ধারা ২(ঘ) – অভিযোগকারী তথা উত্তরদাতা, আপিলকারী এবং তার ফ্র্যাঞ্চাইজি বা বিশেষাধিকারপ্রাপ্ত প্রতিনিধিদলের সাথে একটি ত্রিপক্ষীয় চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিলেন – চুক্তি অনুযায়ী, উত্তরদাতা বপনের জন্য আপিলকারীর কাছ থেকে প্রতি কেজি ৪০০ টাকা দরে ৭৫০ কেজি ভেজা মুসলি ক্রয় করেন এবং নিজের জমিতে তা চাষ করেন – আপিলকারীর পক্ষ থেকে উত্তরদাতার উৎপাদিত ফসল প্রতি কেজি ন্যূনতম ১০০০ টাকা দরে পুনরায় কিনে নেওয়ার (বাই-ব্যাক) কথা ছিল – আপিলকারী সেই ফসল পুনরায় ক্রয় করতে ব্যর্থ হন – যার ফলে উত্তরদাতা একটি ভোক্তা অভিযোগ দায়ের করেন – জেলা ফোরাম অভিযোগটি খারিজ করে দেয় এবং জানায় যে উত্তরদাতা ১৯৮৬ সালের আইনের অর্থ অনুযায়ী একজন 'ভোক্তা' নন, তাই এটি গ্রহণযোগ্য নয় – রাজ্য কমিশন জেলা ফোরামের আদেশটি বাতিল করে এবং সিদ্ধান্ত দেয় যে উত্তরদাতা ১৯৮৬ সালের আইনের অধীনে একজন 'ভোক্তা' – জাতীয় কমিশন রাজ্য কমিশনের এই সিদ্ধান্ত বহাল রাখে – আপিলের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত: লক্ষ্মী ইঞ্জিনিয়ারিং মামলায় সুপ্রিম কোর্ট বা ভারতের সর্বোচ্চ আদালত কর্তৃক এটি নিষ্পত্তি করা হয়েছে যে, কোনো বীজ উৎপাদনকারী কোম্পানি এবং কৃষকের মধ্যে উৎপাদিত ফসল পুনরায় কিনে নেওয়ার চুক্তিকে 'পুনরায় বিক্রয়' সংক্রান্ত লেনদেন হিসেবে গণ্য করা যাবে না এবং কেবলমাত্র এই কারণে তাকে ১৯৮৬ সালের আইনের অধীনে 'ভোক্তা' হওয়ার আওতা থেকে বাইরে রাখা যাবে না – বর্তমান মামলার ক্ষেত্রেও, মুসলি ফসল পুনরায় কিনে নেওয়ার চুক্তির বিষয়টি এই ব্যবস্থাকে পুনরায় বিক্রয় বা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে কৃত কাজ হিসেবে গণ্য করে উত্তরদাতাকে 'ভোক্তা' সংজ্ঞার বাইরে নিয়ে যাবে না – উত্তরদাতার কাছে সুযোগ ছিল যে তিনি যদি বাজারে আরও ভালো দাম পান তবে সেখানেও নিজের ফসল বিক্রি করতে পারেন – তবে এই দিকটি উত্তরদাতার জীবিকা নির্বাহের উদ্দেশ্যে মুসলি চাষের চুক্তি করার সিদ্ধান্তকে খর্ব করবে না, কারণ একজন কৃষককে জীবিকা অর্জনের জন্য সর্বদা তার উৎপাদিত ফসল বিক্রি করতেই হয়।

অতএব,ন্যাশনাল কমিশন কর্তৃক গৃহীত আদেশে হস্তক্ষেপ করার কোনও কারণ নেই যা নিশ্চিত করে যে উত্তরদাতা ১৯৮৬ সালের আইনের অর্থের মধ্যে একজন 'ভোক্তা'।

আবেদন খারিজ করে আদালত

বলেঃ ১. উল্লেখযোগ্যভাবে, লক্ষ্মী ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ক্ষেত্রে জোর দেওয়া হয়েছিল যে ক্রেতার দ্বারা পরিচালিত ক্রিয়াকলাপে সহায়তার উদ্দেশ্যে কয়েকজন ব্যক্তির নিয়োগ স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাণিজ্যিক কার্যকলাপকে স্ব-কর্মসংস্থান এবং তার জীবিকা অর্জনের জন্য নয়; বরং, এটি একটি প্রদত্ত মামলার তথ্য এবং পরিস্থিতি থেকে নির্ধারণ করতে হবে। [আনুচ্ছেদ ৮.২][৩৫১-এইচ; ৩৫২-এ]

২. বর্তমান বিষয়ের ক্ষেত্রে, যদিও আপিলকারী এমনভাবে উপস্থাপনের চেষ্টা করেছেন যে উত্তরদাতা বড় পরিসরে এবং লাভের উদ্দেশ্যে মুসলি চাষ করছিলেন, তবে এই আদালত এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারছে না যে এই চাষাবাদ আত্মসংস্থানের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে করা হয়েছিল। [অনুচ্ছেদ ৯][৩৫২-বি]

৩. বর্তমানের মতো বিষয়গুলোতে, কৃষক বীজ উৎপাদনকারী কোম্পানির কাছ থেকে মূল বীজ ক্রয় করেন, অথবা কোম্পানি নিজেই কৃষকদের কাছে পৌঁছায় এবং বীজ উৎপাদন করার অনুরোধ করে যাতে তারা সেটি বাজারে বিক্রি করতে পারে। এই ধরনের প্রস্তাব গ্রহণ করে এবং বীজ কোম্পানির কাছ থেকে মূল বীজ কেনার পর, কৃষক কঠোর পরিশ্রম ও ঘামের বিনিময়ে সেই বীজ উৎপাদন করেন যা বীজ কোম্পানি বাজারজাত করবে। সুতরাং, কৃষক কোনো পণ্য পুনরায় বিক্রি করছেন না, বরং মূল বীজ ব্যবহার করে তিনি নিজের উৎপাদিত ফসল ফলাচ্ছেন। এ নিয়ে কোনো বিতর্ক থাকতে পারে না যে, কৃষককে তার জীবিকা নির্বাহের জন্য তার উৎপাদিত ফসল খোলা বাজারে অথবা ক্ষেত্রবিশেষে বীজ কোম্পানির কাছে বিক্রি করতে হয়। অন্য কথায়, কৃষক তার উৎপাদিত পণ্য বিক্রি করেই জীবনধারণ করেন। একে পুনরায় বিক্রয় বা "বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য" সাধনের কোনো কাজ বলা যায় না যা তাকে ধারা ২(ঘ)-এর অধীনে "ভোক্তা" সংজ্ঞার আওতা থেকে বের করে দেবে। বরং, এটি সম্পূর্ণরূপে আত্মসংস্থানের মাধ্যমে জীবিকা অর্জনের উদ্দেশ্যে করা একটি কাজ। [অনুচ্ছেদ ৯.১][৩৫২-সি-ই]

৪. লক্ষ্মী ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ক্ষেত্রে এটা স্পষ্ট যে বীজ কোম্পানি দ্বারা উৎপাদিত ফসলের বাইব্যাকের জন্য একটি চুক্তি

কোনও কৃষকের দ্বারা পুনঃবিক্রয়ের লেনদেন হিসাবে বিবেচিত হতে পারে না, এবং তাকে ১৯৮৬ সালের আইনের অধীনে কেবল এই ভিত্তিতে "ভোক্তা" হওয়ার সুযোগ থেকে বের করে আনা যায় না। সুতরাং, তাত্ক্ষণিক ক্ষেত্রেও, মুসলি ফসলের জন্য একটি পুনঃবিক্রয়ের চুক্তি হওয়ার বিষয়টি উত্তরদাতাকে "ভোক্তা" সংজ্ঞার আওতার বাইরে নিয়ে আসবে না। এই আদালত দ্রুত জোর দিয়ে বলে যে, এখানকার বাস্তব পরিস্থিতি মধুসূদন থেকে এতটাই আলাদা যে, তাৎক্ষণিক ক্ষেত্রে, উত্তরদাতার যদি আরও ভাল দাম পেতে সক্ষম হয় তবে খোলা বাজারে তার উৎপাদিত পণ্য বিক্রি করার স্বাধীনতা ছিল। তবে, এই দিকটি এই সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসবে না যে, উত্তরদাতা জীবিকা অর্জনের উদ্দেশ্যে মুসলিম ফসল উৎপাদনের জন্য একটি চুক্তি করেছিলেন, যেহেতু একজন কৃষককে তার জীবিকা অর্জনের জন্য সর্বদা তার উৎপাদিত পণ্য বিক্রি করতে হত। [আনুচ্ছেদ ১০.১][৩৫৪-বি-ডী]

লক্ষ্মী ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস বনাম পিএসজি ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইনস্টিটিউট (১৯৯৫) ৩ এসসিসি ৫৮৩: [১৯৯৫] ৩ এসসিআর ১৭৪-এর উপর নির্ভরশীল।

শক্তি সুগারস লিমিটেড. উড়িষ্যা বনাম শ্রীধর সাহু, আইটি (১৯৯৯) সিপি জে ৪ (এনসি)-ভুল আইন করেছে।

উইমকো লিমিটেড বনাম অশোক সেখন, আইটিআই (২০০৮) সিপি জে ২১০ (এনসি)-বিশিষ্ট।

সিনকো টেক্সটাইলস প্রাইভেট লিমিটেড বনাম গ্রিভস কটন অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেড (১৯৯১) ১ সিপিজে ৪৯৯; ওসওয়াল ফাইন আর্টস বনাম এইচএমটি (১৯৯১) ১ সিপিজে ৩৩০; সচিব, কনজিউমার গাইডেন্স অ্যান্ড রিসার্চ সোসাইটি অফ ইন্ডিয়া বনাম বিপিএল ইন্ডিয়া লিমিটেড (১৯৯২) ১ আর সিপিজে ১৪০ (এনসি); রাজীব মেটাল ওয়ার্কস বনাম মিনারেল অ্যান্ড মেটাল ট্রেডিং কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড (১৯৯৬) ৯ এসসিসি ৪২২: [১৯৯৫] ৬ সাপ্লাই। এসসিআর ১১৮; ন্যাশনাল সিডস কর্পোরেশন লিমিটেড বনাম মধুসূদন রেড্ডি (২০১২) ২ এসসিসি ৫০৬: [২০১২] ২ এসসিআর ১০৬৫; ফ্রুট অ্যান্ড ভেজিটেবলস প্রজেক্ট, নয়াদিল্লি বনাম সি এন শঙ্কর রেড্ডি, তৃতীয় (১৯৯৪) সিপিজে ১৬৩ (এনসি); নারায়ণরাও চৌহান বনাম ন্যাশনাল সিডস কর্পোরেশন লিমিটেড। [২০১২] এসসিসি অনলাইন এনসিডিআরসি ৭-উল্লেখ করা হয়েছে।

মামলা আইন রেফারেন্স

[১৯৯৩৫] ৩ এসসিআর ১৭৪	নির্ভর করে	অনুচ্ছেদ ৮
(১৯৯১) ১ সিপিজে ৪৯৯	উল্লেখ করে	অনুচ্ছেদ ৮
(১৯৯১) ১ সিপিজে ৩৩০	উল্লেখ করে	অনুচ্ছেদ ৮
(১৯৯২) ১ সিপিজে ১৪০ (এনসি)	উল্লেখ করে	অনুচ্ছেদ ৮
[১৯৯৫] ৬ পরিপূরক এসসিআর ১১৮	উল্লেখ করে	অনুচ্ছেদ ৯.২
[২০১২] ২ এসসিআর ১০৬৫	উল্লেখ করে	অনুচ্ছেদ ১০
(১৯৯৯) সিপিজে ৪ (এনসি)	ভুল আইন	অনুচ্ছেদ ১৩
(১৯৯৪) সিপিজে ১৬৩ (এনসি)	উল্লেখ করে	অনুচ্ছেদ ১৩.১
(২০০৮) সিপিজে ২১০ (এনসি)	বিশিষ্ট	অনুচ্ছেদ ১৪

দেওয়ানি আবেদন এখতিয়ারঃ ২০১০ সালের দেওয়ানি আবেদন নং. ৭৩৫৭-৭৩৭৬।

২০০৮ সালের আরপি নম্বর ৩৩৩৪-৩৩৫৩-এ নয়াদিল্লিতে জাতীয় গ্রাহক বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনের ১৫.০৪.২০০৯ তারিখের রায় ও আদেশ থেকে।

রাঘেনথ বসন্ত, শ্রীমতি লিজ ম্যাথিউ এবং শ্রীমতি সোনালী জৈন, আবেদনকারীর পক্ষে আইনজীবী।

সন্তোষ পল, সিনিয়র অ্যাড., রঞ্জিত কে. সি., ববি অগাস্টিন, জোশুয়া-জোসেফ এবং সুভ্রাংশু দাশ, অ্যাড. উত্তরদাতাদের পক্ষে।

আদালতের রায় প্রদান করেন

মোহন এম শান্তনগৌদার, বিচারপতি

দেওয়ানি আবেদন নং. ৭৩৫৭/২০১০

১. জাতীয় গ্রাহক বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন, নয়াদিল্লি ("জাতীয় কমিশন") দ্বারা গৃহীত ১৫.০৪.২০০৯ তারিখের আদেশের বিরুদ্ধে তাত্ক্ষণিক আবেদন উত্থাপিত হয়, যা কেরালা রাজ্য গ্রাহক বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনের ('রাজ্য কমিশন') ২৮.০৪.২০০৮ তারিখের আদেশকে নিশ্চিত করে জেলা ফোরামের আদেশকে বাতিল করে, 'কোঝিকোড় অভিযোগটি খারিজ করে এবং যোগ্যতার ভিত্তিতে নিষ্পত্তির জন্য বিষয়টি জেলা ফোরামে প্রেরণ করে।

২. এই আবেদনের দিকে পরিচালিত সংক্ষিপ্ত তথ্যগুলি নিম্নরূপঃ

২.১. অভিযোগকারী (এখানে উত্তরদাতা) একজন ছোট জমির মালিক, যিনি ২০০৩ সালে আবেদনকারী, একটি বীজ সংস্থা, দ্বারা জারি করা বিজ্ঞাপনে আবেদনকারী এবং তার ফ্র্যাঞ্চাইজি মেসার্স হার্বজ ইন্ডিয়ার সাথে আকর্ষণীয় দামে নিরাপদ মুসলি কেনার বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন। তিনি আবেদনকারী এবং তার ফ্র্যাঞ্চাইজি মেসার্স হার্বজ ইন্ডিয়ার সাথে একটি ত্রিপক্ষীয় চুক্তি করেছিলেন। চুক্তি অনুসারে, উত্তরদাতা আবেদনকারীর কাছ থেকে প্রতি কেজি ৪০০ টাকা দরে ৭৫০ কেজি ভেজা মুসলি কিনেছিলেন এবং তার জমিতে চাষ করেছিলেন। আবেদনকারীকে উত্তরদাতার কাছ থেকে প্রতি কেজি ন্যূনতম ১,০০০ টাকা দামে পণ্যগুলি ফিরিয়ে নিতে হয়েছিল। আবেদনকারীর পক্ষ থেকে অবহেলা ও চুক্তি লঙ্ঘনের অভিযোগে উত্তরদাতা একটি ভোক্তার অভিযোগ দায়ের করেছিলেন এই ভিত্তিতে যে আবেদনকারী "তার উৎপাদিত পণ্য ফেরত কিনতে ব্যর্থ হয়েছেন, যার ফলে ফসলের বৃহত্তর অংশ ধ্বংস হয়েছে।

২.২. জেলা ফোরাম অভিযোগটি খারিজ করে দেয় এবং বলে যে এটি রক্ষণযোগ্য নয় কারণ গ্রাহক সুরক্ষা আইন, ১৯৮৬ ("১৯৮৬-এর আইন")-এর অর্থের মধ্যে উত্তরদাতা "ভোক্তা" ছিলেন না। উত্তরদাতার আবেদনে, রাজ্য কমিশন জেলা ফোরাম কর্তৃক গৃহীত আদেশটি খারিজ করে দেয়, এই বলে যে উত্তরদাতা ১৯৮৬ সালের আইনের অধীনে একজন "ভোক্তা" ছিলেন, এবং বিষয়টি যোগ্যতার ভিত্তিতে নিষ্পত্তির জন্য জেলা ফোরামে প্রেরণ করে। এই আদেশটি আবেদনকারীর দায়ের করা একটি পুনর্বিবেচনার আবেদনের মাধ্যমে জাতীয় কমিশনের কাছে অভিযুক্ত করা হয়েছিল।

২.৩. জাতীয় কমিশন রাজ্য কমিশনের সিদ্ধান্তকে বহাল রেখে বলে যে, পক্ষগুলির মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তিগুলি পণ্য বিক্রয় এবং পরিষেবা প্রদান উভয়েরই প্রকৃতির ছিল, যেহেতু আবেদনকারী উত্তরদাতাকে চাষের জন্য ভেজা মুসলি সরবরাহ করতে সম্মত হয়েছিলেন, তার ফ্র্যাঞ্চাইজির কাছ থেকে প্রযুক্তিগত সহায়তা এবং দিকনির্দেশনা দ্বারা পরিপূরক এবং অতিরিক্ত ব্যয়ে ফসলের বীমা করতে সম্মত হয়েছিলেন। উপরন্তু, উল্লেখ করে যে উত্তরদাতা প্রায় ১ একর জমির মালিক ছিলেন, যিনি নিজের জীবিকা নির্বাহের জন্য মুস/আই চাষ শুরু করেছিলেন, জাতীয় কমিশন বলেছিল যে এটি বলা যাবে না যে চুক্তিটি উত্তরদাতার বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে করা হয়েছিল। আবেদনকারীর উপর আরোপিত ২,৫০০/- টাকা খরচ সহ পুনর্বিবেচনার আবেদনটি খারিজ করে দেওয়া হয়, যা উত্তরদাতাকে প্রদেয়।

২.৪. জাতীয় কমিশনের উপরের আদেশের বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক আবেদন দায়ের করা হয়েছে।

৩. আমাদের আগে, আবেদনকারীর বিদ্বান আইনজীবী, শ্রী রাঘন্থ বসন্ত যুক্তি দিয়েছিলেন যে উত্তরদাতা একজন "ভোক্তা" নন যা সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে

১৯৮৬ সালের আইনের ২ (ঘ) ধারার অধীনে। প্রথমত, এটি যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে ত্রিপক্ষীয়/চুক্তিতে আবেদনকারীর কাছ থেকে মুসলি বাইব্যাকের পরিকল্পনা করা হয়েছিল, যা পুনঃবিক্রয়ের সমান, যা ধারা ২ (ঘ) এর আওতা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয়ত, এটি যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে উত্তরদাতার দ্বারা মুসলি চাষ ও বিক্রয় একটি বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ছিল এবং জীবিকা অর্জনের উদ্দেশ্যে নয়, এবং তাই ধারা ২ (ঘ) এর আওতা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল।

৪. অন্যদিকে, উত্তরদাতার আইনজীবী শ্রী সন্তোষ পল যুক্তি দিয়েছিলেন যে মুস/আই চাষ বাণিজ্যিক পর্যায়ে করা হচ্ছে না, বরং সম্পূর্ণরূপে একজন দরিদ্র কৃষকের দ্বারা জীবিকা নির্বাহের জন্য স্ব-কর্মসংস্থানের ভিত্তিতে করা হচ্ছে, এবং তাই এই ধরনের চাষ ১৯৮৬ সালের আইনের ধারা ২ (ঘ)-এর ব্যাখ্যার অধীনে "বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য" অর্থের মধ্যে পড়ে না।

৫. উভয় পক্ষের পরামর্শ শুনেছেন এবং রেকর্ডটি পর্যবেক্ষণ করেছেন।

৬. স্পষ্টতই, আমাদের সামনে বিবেচনার একমাত্র দিক হল ১৯৮৬ সালের আইনের ২ (ঘ) ধারার অধীনে-"ভোক্তা" সংজ্ঞার আওতা থেকে উত্তরদাতাকে বাদ দেওয়া হয়েছিল কিনা, কারণ বিষয় লেনদেনের পরিমাণ পুনঃবিক্রয়ের জন্য বা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ছিল।

৭. ১৯৮৬ সালের আইনের ২ (ঘ) ধারার অধীনে "ভোক্তা" শব্দটির সংজ্ঞা উল্লেখ করে আমাদের আলোচনা শুরু করা প্রাসঙ্গিক হবেঃ

"(ঘ) "ভোক্তা" অর্থ এমন কোনও ব্যক্তি যিনি-

(i) প্রদত্ত বা প্রতিশ্রুতি দেওয়া বা আংশিকভাবে প্রদত্ত এবং আংশিকভাবে প্রতিশ্রুতি দেওয়া কোনও বিবেচনার জন্য বা বিলম্বিত অর্থপ্রদানের কোনও ব্যবস্থার অধীনে কোনও পণ্য কেনেন এবং সেই ব্যক্তি ব্যতীত এই জাতীয় পণ্যগুলির কোনও ব্যবহারকারী অন্তর্ভুক্ত হন যিনি প্রদত্ত বা প্রতিশ্রুতি দেওয়া বা আংশিকভাবে প্রদত্ত বা আংশিকভাবে প্রতিশ্রুতি দেওয়া বা বিলম্বিত অর্থপ্রদানের কোনও ব্যবস্থার অধীনে এই জাতীয় পণ্য কেনেন যখন এই জাতীয় ব্যবহার হয় এই জাতীয় ব্যক্তির অনুমোদনের সাথে করা হয় তবে এমন কোনও ব্যক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করে না যিনি পুনরায় বিক্রয়ের জন্য বা কোনও বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে বা

(ii) প্রদত্ত বা প্রতিশ্রুত বা আংশিকভাবে প্রদত্ত এবং আংশিকভাবে প্রতিশ্রুত কোনও বিবেচনার জন্য বা বিলম্বিত অর্থপ্রদানের কোনও ব্যবস্থার অধীনে যে কোনও পরিষেবার নিয়োগ বা সুবিধা গ্রহণ করে এবং প্রদত্ত বা প্রতিশ্রুত বিবেচনার জন্য পরিষেবাটি নিয়োগ বা সুবিধা গ্রহণকারী ব্যক্তি ব্যতীত এই জাতীয় পরিষেবার যে কোনও সুবিধাভোগীকে অন্তর্ভুক্ত করে, বা

আংশিকভাবে প্রদত্ত এবং আংশিকভাবে প্রতিশ্রুত, অথবা বিলম্বিত অর্থপ্রদানের কোনও ব্যবস্থার অধীনে, যখন এই ধরনের পরিষেবাগুলি প্রথম উল্লিখিত ব্যক্তির অনুমোদন নিয়ে নেওয়া হয় কিন্তু কোনও বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে এই ধরনের পরিষেবাগুলি গ্রহণ করে এমন কোনও ব্যক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করে না ',

ব্যাখ্যা-এই ধারার উদ্দেশ্যে, "বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে" কোনও ব্যক্তির দ্বারা কেনা এবং ব্যবহৃত পণ্যগুলির ব্যবহার এবং কেবলমাত্র স্ব-কর্মসংস্থানের মাধ্যমে জীবিকা অর্জনের উদ্দেশ্যে তার দ্বারা ব্যবহৃত পরিষেবাগুলি অন্তর্ভুক্ত নয় "(জোর দেওয়া হয়েছে)

৮. এটি লক্ষণীয় প্রাসঙ্গিক যে ১৯৯৩ সালে একটি সংশোধনীর মাধ্যমে "বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য"-এর অর্থ সম্পর্কিত ব্যাখ্যাটি যুক্ত করা হয়েছিল এবং লক্ষ্মী ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস বনাম পিএসজি ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইনস্টিটিউট, (১৯৯৫) ৩ এসসিসি ৫৮৩ মামলায় এই আদালত দ্বারা প্রথমবারের মতো বিবেচনা করা হয়েছিল। এই ক্ষেত্রে, আদালত উল্লেখ করেছে যে ১৯৯৩ সালের সংশোধনীর আগেই, জাতীয় কমিশন একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে যা সংশোধিত সংজ্ঞার সাথে ব্যাপকভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল, ১. কেবলমাত্র মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে পণ্য ক্রয়কারী বা বড় আকারে কার্যকলাপ চালিয়ে যাওয়ার জন্য পরিষেবা গ্রহণকারী ব্যক্তিদেরই "ভোক্তা" সংজ্ঞার পরিধি থেকে বাদ দেওয়া হবে। গ্রিভস কটন অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেড, (১৯৯১) ১ সিপিজে ৪৯৯; ওসওয়াল ফাইন আর্টস বনাম এইচএমটি, (১৯৯১) ১ পি সিপিজে ৩৩০; এবং সচিব, কনজিউমার গাইডেন্স অ্যান্ড রিসার্চ সোসাইটি অফ ইন্ডিয়া বনাম বিপিএল ইন্ডিয়া লিমিটেড, (১৯৯২) ১ সিপিজে ১৪০ (এনসি)]।

৮.১. এই ভিত্তিতে, এই আদালত নিশ্চিত করেছে যে, সংশোধনীটি শুধুমাত্র সুস্পষ্ট প্রকৃতির ছিল এবং যে উদ্দেশ্যে পণ্য কেনা হয়েছে বা যে পরিষেবাগুলি "বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে" প্রদান করা হয়েছে সে সম্পর্কে প্রশ্নের উত্তর প্রতিটি মামলার তথ্যের ভিত্তিতে দিতে হবে, তবে যে ব্যক্তি পণ্য কেনেন এবং কেবলমাত্র স্ব-কর্মসংস্থানের মাধ্যমে জীবিকা অর্জনের উদ্দেশ্যে সেগুলি ব্যবহার করেন, তিনি ১৯৮৬ সালের আইনের আওতায় "ভোক্তা" সংজ্ঞার আওতায় আসবেন, এমনকি যদি এই ধরনের ব্যবহার বাণিজ্যিক ব্যবহারের ক্ষেত্রেও হয়।

"১১... যে ব্যক্তি টাইপরাইটার বা গাড়ি কিনে নিজের ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য ব্যবহার করেন তিনি অবশ্যই একজন ভোক্তা, তবে যে ব্যক্তি অন্যের কাজ টাইপ করার জন্য বা গাড়িটি ট্যাক্সি হিসাবে চালানোর জন্য একটি টাইপরাইটার বা গাড়ি কেনেন তাকে বলা যেতে পারে যে তিনি টাইপরাইটার/গাড়িটি বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করছেন। তবে ব্যাখ্যাটি স্পষ্ট করে যে নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে, "বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য"-এর জন্য পণ্য ক্রয় করা হয়।

'এখনও ক্রেতাকে' ভোক্তা 'এর সংজ্ঞা/অভিব্যক্তি থেকে সরিয়ে নেবে না। যদি ক্রেতা নিজে স্ব-কর্মসংস্থানের মাধ্যমে জীবিকা অর্জনের উদ্দেশ্যে বাণিজ্যিক ব্যবহার করেন, তবে পণ্যের সেই ক্রেতা এখনও একজন "ভোক্তা"। উপরে দেওয়া দৃষ্টান্তে, ক্রেতা যদি নিজে টাইপরাইটারে কাজ করেন বা গাড়িটি নিজে ট্যাক্সি হিসাবে ব্যবহার করেন, তবে তিনি ভোক্তা হওয়া বন্ধ করেন না। অন্য কথায়, পণ্যের ক্রেতা যদি সেগুলি নিজে ব্যবহার করেন, অর্থাৎ স্ব-কর্মসংস্থানের মাধ্যমে, জীবিকা অর্জনের জন্য, এটি একটি "বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য" হিসাবে বিবেচিত হবে না এবং তিনি আইনের উদ্দেশ্যে একজন ভোক্তা হওয়া বন্ধ করবেন না। ব্যাখ্যাটি "বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য" কী, এই প্রশ্নটিকে হ্রাস করে যে প্রতিটি ক্ষেত্রে তথ্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। এটি পণ্যের মূল্য নয় যা গুরুত্বপূর্ণ, তবে কেনা পণ্যগুলি যে উদ্দেশ্যে রাখা হয়। ব্যাখ্যায় ব্যবহৃত বেশ কয়েকটি শব্দ, অর্থাৎ, "এগুলি নিজে ব্যবহার করে", "একচেটিয়াভাবে তার জীবিকা অর্জনের উদ্দেশ্যে" এবং "স্ব-কর্মসংস্থানের মাধ্যমে" সংসদের অভিপ্রায়কে প্রচুর পরিমাণে স্পষ্ট করে দেয়, যে কেনা পণ্যগুলি ক্রেতাকে অবশ্যই তার জীবিকা অর্জনের জন্য নিজেকে নিযুক্ত করে ব্যবহার করতে হবে। আমরা যা বলি তার উপর জোর দেওয়ার জন্য আরও কয়েকটি দৃষ্টান্ত ব্যবহার করা হবে। যে ব্যক্তি তার জীবিকা অর্জনের জন্য ভাড়া নেওয়ার জন্য একটি অটোরিকশা কেনেন তিনি একজন ভোক্তা হবেন। একইভাবে, যে ট্রাকের ক্রেতা নিজে একটি পাবলিক ক্যারিয়ার হিসাবে চালানোর জন্য এটি কেনেন তিনি একজন ভোক্তা হবেন। যে ব্যক্তি তার জীবিকা অর্জনের জন্য নিজে চালানোর জন্য একটি লেথ মেশিন বা অন্য মেশিন কিনেছেন তিনি একজন ভোক্তা হবেন। (উপরের চিত্রগুলিতে, যদি এই ধরনের ক্রেতা গাড়ি বা যন্ত্রপাতি পরিচালনায় তাকে সহায়তা/সহায়তা করার জন্য এক বা দুই ব্যক্তির সহায়তা নেন, তবে তিনি ভোক্তা হওয়া বন্ধ করেন না।) এর বিপরীতে যে ব্যক্তি একটি অটো-রিক্সা, একটি গাড়ি বা একটি লেথ মেশিন কিনেছেন। অন্য কোনও ব্যক্তির দ্বারা একচেটিয়াভাবে চালিত বা পরিচালিত অন্য কোনও যন্ত্র ভোক্তা হবে না। ব্যাখ্যায় "তার দ্বারা ব্যবহৃত" এবং "স্ব-কর্মসংস্থানের মাধ্যমে" অভিব্যক্তিগুলি থেকে প্রবাহিত প্রয়োজনীয় সীমাবদ্ধতা এটি। "তার জীবিকা অর্জনের উদ্দেশ্যে" শব্দের অর্থের অস্পষ্টতা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এবং শব্দের অন্য দুটি সেট দ্বারা স্পষ্ট করা হয়েছে। "(জোর দেওয়া হয়েছে)

৮.২ উল্লেখযোগ্যভাবে, এটি জোর দেওয়া হয়েছিল যে ক্রেতার দ্বারা পরিচালিত ক্রিয়াকলাপে সহায়তার উদ্দেশ্যে কয়েকজন ব্যক্তির কর্মসংস্থান স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাণিজ্যিক কার্যকলাপকে স্ব-কর্মসংস্থান এবং তার জীবিকা অর্জনের জন্য নয়; বরং এটি হবে!

একটি প্রদত্ত মামলার তথ্য এবং পরিস্থিতি থেকে নির্ধারণ করতে হবে।

৯. যদিও আপীলকারী প্রস্তাব করতে চেয়েছেন যে, উত্তরদাতা বড় আকারে এবং লাভের উদ্দেশ্যে এই চাষাবাদ করছিলেন, তবুও আমরা এই উপসংহারে আসতে অক্ষম যে, এই চাষ স্ব-কর্মসংস্থানের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করা ছাড়া অন্য কোনও উদ্দেশ্যে করা হয়েছিল।

৯.১. হাতে থাকা বীজের মতো বিষয়গুলিতে, কৃষকরা বীজ কোম্পানির কাছ থেকে ভিত্তি বীজ কেনেন, অথবা কোম্পানি নিজেই এগিয়ে আসে এবং কৃষকদের অনুরোধ করে যাতে তারা একই বীজ বাজারজাত করতে পারে। এই ধরনের প্রস্তাব গ্রহণ করে এবং বীজ কোম্পানির কাছ থেকে ভিত্তি বীজ কেনার পরে, কৃষক কঠোর পরিশ্রম ও ঘাম দিয়ে বীজ কোম্পানির বাজারজাত করার জন্য বীজ উৎপাদন করেন। সুতরাং, কৃষক কোনও পণ্য পুনরায় বিক্রি করেন না, বরং ভিত্তি বীজ ব্যবহার করে নিজের পণ্য উৎপাদন করেন। কোনও বিতর্ক থাকতে পারে না যে, কৃষককে তার জীবিকা নির্বাহের জন্য খোলা বাজারে বা বীজ কোম্পানির কাছে তার পণ্য বিক্রি করতে হয়। অন্য কথায়, কৃষক তার পণ্য বিক্রি করে নিজেকে টিকিয়ে রাখে। এটিকে ধারা ২ (ঘ)-এর অধীনে "ভোক্তা" সংজ্ঞার আওতার বাইরে নিয়ে আসা "বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য"-এর অগ্রগতির জন্য পুনরায় বিক্রয় বা কার্যকলাপ বলা যায় না। বরং, এটি সম্পূর্ণরূপে তার জীবিকা অর্জনের উদ্দেশ্যে-স্ব-কর্মসংস্থানের মাধ্যমে।

৯.২. আবেদনকারী আমাদের উপর যা চাপিয়ে দিতে চেয়েছেন তার বিপরীতে, আমরা দেখতে পাই যে এই ধরনের মামলাগুলিকে শিল্প সংস্থাগুলির দ্বারা গৃহীত ক্রিয়াকলাপের সাথে তুলনা করা যায় না, উদাহরণস্বরূপ, যেখানে বিক্রয়ের জন্য সমাপ্ত পণ্য উত্পাদন করার জন্য কাঁচামালের কর্মসংস্থানও এই আদালত দ্বারা পুনরায় বিক্রয় বা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে বলে ধরে নেওয়া হয়েছে [রাজীব মেটাল ওয়ার্কস বনাম মিনারেল অ্যান্ড মেটাল ট্রেডিং কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড, (১৯৯৬) ৯ এস. সি. সি ৪২২ দেখুন]।

৯.৩. প্রকৃতপক্ষে, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে উত্তরদাতা হলেন একজন গৃহিণী, যিনি পরিবারের আয় বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ১-১.৫ একর জমিতে কৃষিকাজ করেছেন এবং আবেদনকারী যদি ফসল কেনার জন্য লাভজনক মূল্যের নিশ্চয়তা না দিতেন, তা হলে সম্ভবত মুসলিম চাষ করতেন না। অবশ্যই, আমরা এই বিষয়ে কোনও অনুমান বা অনুমানের ভিত্তিতে আমাদের উপসংহার টানতে পারি না। একই সঙ্গে, আমাদের মতে, আবেদনকারী যে এই ধরনের লাভজনক মূল্যের নিশ্চয়তা দিয়েছিলেন, তা এখন নির্ভরযোগ্য নয়

একটি "বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে" উত্তরদাতা দ্বারা গৃহীত হয়েছিল, যাতে ১৯৮৬ সালের আইনের আওতা থেকে এটিকে বাদ দেওয়া হয়।

১০. আমরা বিশেষভাবে এই যুক্তিটিকে অযৌক্তিক বলে মনে করি যে, ত্রিপক্ষীয় চুক্তিটি একটি বাইব্যাক ধারা ধারণ করার কারণে পুনঃবিক্রয়ের সমান হবে এবং তাই উত্তরদাতাকে "ভোক্তা" সংজ্ঞার পরিধি থেকে বাদ দেবে। এই বিষয়ে, আমরা ন্যাশনাল সিড কর্পোরেশন লিমিটেড বনাম এম মধুসূদন রেড্ডি, (২০১২) ২ এসসিসি ৫০৬-এ এই আদালতের সিদ্ধান্ত উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক বলে মনে করি, যেখানে এই আদালত কৃষি ও বীজ উৎপাদনে নিযুক্ত কৃষকদের দ্বারা দায়ের করা গ্রাহক অভিযোগের ফলে উত্থাপিত আবেদনগুলি বাজেয়াপ্ত করেছিল, যারা ন্যাশনাল সিড কর্পোরেশন লিমিটেড থেকে বীজ কিনেছিল, যা ত্রুটিপূর্ণ বলে প্রমাণিত হয়েছিল, যার ফলে অঙ্কুরোদগম কম হয়েছিল। এই কৃষকদের মধ্যে কেউ কেউ বীজ কোম্পানির কাছ থেকে ভিত্তি বীজ কিনেছিলেন এবং বীজ চাষ করে লাভের জন্য কোম্পানিকে বিক্রি করতে সম্মত হয়েছিলেন। প্রত্যয়নের অযোগ্য বলে কোম্পানিটি উৎপাদিত বীজ প্রত্যাখ্যান করেছিল। কোনও কৃষককে "ভোক্তা" সংজ্ঞা থেকে বাদ দেওয়া হবে কিনা এই প্রশ্নের মোকাবিলা করার সময় যে তার দ্বারা উত্পাদিত বীজগুলি ভিত্তি বীজ সরবরাহকারী বীজ কর্পোরেশনকে সরবরাহ করা প্রয়োজন ছিল, এই আদালত লক্ষ্মী ইঞ্জিনিয়ারিং (সুপ্রা)-তে গৃহীত "বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য" অভিব্যক্তিটির সুযোগ এবং পরিধি সম্পর্কে বিশদ বিবরণের দিকে নজর রেখে নিম্নরূপ মন্তব্য করেছেঃ

> "৭৩. যে বিষয়টির উপর জোর দেওয়া প্রয়োজন তা হল, আবেদনকারী তার পক্ষ থেকে এলাকার একদল কৃষককে বীজ চাষের জন্য বেছে নিয়েছিলেন। নির্বাচিত কৃষকদের সঙ্গে চুক্তি করার পর, আবেদনকারী একটি মূল্যে ভিত্তি বীজ সরবরাহ করেছিলেন, এই আশ্বাস সহ যে কয়েক মাসের মধ্যে তারা মুনাফা অর্জন করতে সক্ষম হবে। বীজগুলি আবেদনকারীর দ্বারা নিযুক্ত বিশেষজ্ঞের তত্ত্বাবধানে বপন করা হয়েছিল। পুরো ফসলটি আবেদনকারীকে কিনতে হবে। আবেদনকারী এবং কৃষকদের মধ্যে যে চুক্তি হয়েছিল তা স্পষ্টভাবে আবেদনকারী দ্বারা ভিত্তি বীজ সরবরাহের প্রস্তাব দিয়েছিল এই আশ্বাসের সাথে যে ফসলটি তার দ্বারা কেনা হবে। এটি আবেদনকারীর দায়ের করা মামলা নয়, বা কোনও গ্রাহক ফোরামের সামনে এমন কোনও প্রমাণ পেশ করা হয়নি যে, খোলা বাজারে বা আবেদনকারী ছাড়া অন্য কোনও ব্যক্তির কাছে বীজ বিক্রি করার স্বাধীনতা ছিল। অতএব, এই দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা সম্ভব নয় যে কৃষকরা পুনরায় বিক্রির জন্য বা কোনও বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে বীজ কিনেছিলেন এবং এগুলি বাদ দেওয়া হয়েছে

"ভোক্তা" শব্দটির সংজ্ঞা। প্রকৃতপক্ষে, নথিতে আনা প্রমাণগুলি দেখায় যে কৃষকরা তাদের দক্ষতা ও শ্রম ব্যবহার করে জীবিকা অর্জনের উদ্দেশ্যে আবেদনকারীর পক্ষে বীজ উৎপাদন করতে সম্মত হয়েছিলেন।

১০.১ উপরের বিষয়গুলি থেকে এটা স্পষ্ট যে, কোনও কৃষকের উৎপাদিত ফসলের বীজ কোম্পানির দ্বারা পুনর্খরীদের চুক্তিকে পুনঃবিক্রয়ের লেনদেন হিসাবে বিবেচনা করা যায় না এবং তাকে ১৯৮৬ সালের আইনের অধীনে "ভোক্তা" হওয়ার পরিধি থেকে বের করে আনা যায় না। এমনকি তাত্ক্ষণিক ক্ষেত্রেও, মুস/লি ফসলের জন্য একটি বাইব্যাক চুক্তি হওয়ার বিষয়টি উত্তরদাতাকে "ভোক্তা" সংজ্ঞার আওতার বাইরে নিয়ে আসবে না বাইব্যাক ব্যবস্থাকে পুনরায় বিক্রয় লেনদেন বা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে পরিণত করে। আমরা জোর দিয়ে বলতে চাই যে, এখানকার বাস্তব পরিস্থিতি মধুসূদনের থেকে এতটাই আলাদা যে, তাৎক্ষণিক ক্ষেত্রে, উত্তরদাতার যদি আরও ভাল দাম পেতে সক্ষম হয় তবে খোলা বাজারে তার উৎপাদিত পণ্য বিক্রি করার স্বাধীনতা ছিল। তবে, যেমনটি আমরা ইতিমধ্যে উল্লেখ করেছি, আমাদের মতে, এই দিকটি এই সিদ্ধান্ত থেকে সরে যাবে না যে উত্তরদাতা জীবিকা অর্জনের উদ্দেশ্যে মুস/আই ফসল চাষের জন্য একটি চুক্তি করেছিলেন, কারণ একজন কৃষককে তার জীবিকা অর্জনের জন্য সর্বদা তার উৎপাদিত পণ্য বিক্রি করতে হবে।

১১. এই মুহূর্তে এটি লক্ষ্য করা প্রাসঙ্গিক যে আবেদনকারী জাতীয় কমিশনের দেওয়া বেশ কয়েকটি সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করতে চেয়েছেন যাতে যুক্তি দেওয়া যায় যে উত্তরদাতাকে ১৯৮৬ সালের আইনের অধীনে "ভোক্তা" হিসাবে বিবেচনা করা যায় না এবং আমরা নীচের বিজ্ঞাপনটি প্রয়োজনীয় বলে মনে করি।

১২. আবেদনকারী ১৯৯৩ সালের সংশোধনীর আগে সিদ্ধান্ত নেওয়া একটি মামলা 'সি নিও টেক্সটাইলস' (সুপ্রা)-এর কথা উল্লেখ করেছেন, যেখানে জাতীয় কমিশন মতামত দিয়েছিল যে 'ভোক্তা' সংজ্ঞার আওতা থেকে বড় আকারের বাণিজ্যিক ক্রিয়াকলাপ বাদ দেওয়া হবে। এটি বলা হয়েছিল যে কোনও ব্যক্তি বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত জেনারেটর কিনেছেন, যা বড় আকারে তেল উৎপাদনকারী শিল্প সংস্থায় ব্যবহার করা হবে, এটি 'ভোক্তা' হিসাবে গণ্য হবে না, কারণ জেনারেটরটি সরাসরি মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে কোনও ক্রিয়াকলাপের জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল। এই আদালত লক্ষ্মী ইঞ্জিনিয়ারিং (সুপ্রা)-এ এই দৃষ্টিভঙ্গিকে বহাল রেখেছিল এবং আমরা এটি থেকে সরে যাওয়ার কোনও কারণ দেখছি না। একই সময়ে, উক্ত সিদ্ধান্তটি আবেদনকারীকে রক্ষা করতে পারে না কারণ সিনকোর তথ্যগুলি স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত দেয় যে ক্রয় করা জেনারেটরটি এমন উৎপাদনের জন্য নিযুক্ত করা হয়েছিল যা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছিল এবং-- এর কৃষি ক্ষেত্র এবং "ভোক্তা" হিসাবে কৃষকের মর্যাদার সাথে কোনও সম্পর্ক ছিল না।

১৩. তবে, শক্তি সুগারস লিমিটেড, উড়িষ্যা বনাম শ্রীধর সাহু, ১ (১৯৯৯) সিপিজে ৪ (এনসি)-এর সিদ্ধান্ত সম্পর্কে একই কথা বলা যাবে না। এই ক্ষেত্রে, প্রতিবাদী কৃষক আর্থিক সহায়তার জন্য আবেদনকারী কর্পোরেশনের সাথে একটি চুক্তি করেছিলেন, যাতে তিনি তার উৎপাদিত আখ ফসল বিক্রি করতে সম্মত হন। কর্পোরেশন, পরিবর্তে, কৃষককে একটি ডিজেল পাম্প সেট এবং খনন-কূপের জন্য নির্দিষ্ট উৎস থেকে ঋণ পেতে সহায়তা করতে সম্মত হয়েছিল। ১৯৯১-৯২-এ, কৃষক তার ফসলের অপর্যাপ্ত উৎপাদন পেয়েছিলেন। তার অভিযোগে, তিনি অভিযোগ করেছিলেন যে খনন-কূপ এবং পাম্প সেটের অভাবে তিনি তার জমিতে সঠিকভাবে সেচ দিতে অক্ষম ছিলেন এবং আবেদনকারীর মার্জিনের অর্থ জমা করতে ব্যর্থ হওয়ার কারণে তিনি এই বিষয়ে ঋণ সংগ্রহ করতে পারেননি।

১৩.১. নতুন দিল্লি বনাম এন শঙ্কর রেড্ডি, ৩য় (১৯৯৪) সিপিজে ১৬৩ (এনসি)-র ফল ও সবজি প্রকল্পে গৃহীত মতামত অনুসরণ করে জাতীয় কমিশন বলেছে যে, একজন বিক্রেতা ১৯৮৬ সালের আইনের সুবিধা নিতে পারবেন না, কারণ তিনি তাঁর উৎপাদিত পণ্য বিপরীত পক্ষের কাছে বিক্রি করছেন। এটিও বলা হয়েছিল যে, যে কোনও ক্ষেত্রে, পক্ষগুলির মধ্যে চুক্তি থেকে উদ্ভূত নির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের বিষয়টি গ্রাহক বিরোধের বিষয় হতে পারে না। তাৎক্ষণিক মামলায় আবেদনকারী তার মামলাটি প্রমাণ করার জন্য জাতীয় কমিশন কর্তৃক গৃহীত এই যুক্তিটি উল্লেখ করেছেন। যাইহোক, নীচে আলোচিত কারণগুলির জন্য, আমরা বিবেচনা করি যে শক্তি সুগারগুলিতে প্রকাশিত আইনের প্রস্তাবটি ভুল।

১৩.২. প্রথমে, শঙ্কর রেড্ডির সিদ্ধান্ত, যার উপর শক্তি সুগারের উপর নির্ভর করা হয়েছিল, তা থেকে বোঝা যায় যে, সেই ক্ষেত্রে, জাতীয় কমিশন বলেছিল যে, যে কৃষক মধ্যস্থতাকারীর মাধ্যমে তার উৎপাদিত পণ্য বিক্রি করছে, সে এই ধরনের মধ্যস্থতাকারীর "ভোক্তা" নয়। তাতে অভিযোগকারী একজন উদ্যানপালক ছিলেন যিনি আরও বিক্রির জন্য মধ্যস্থতাকারীর কাছে তার পণ্য বিক্রি করছিলেন। পণ্যের গুণমান এবং প্যাকেজিং সম্পর্কিত মান না মানার জন্য মধ্যস্থতাকারী একটি চালান প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, কিন্তু পণ্যের পচনশীল প্রকৃতির পরিপ্রেক্ষিতে, অভিযোগকারী নিষ্পত্তি করার জন্য মধ্যস্থতাকারীর কাছে সাহায্য চেয়েছিলেন, যিনি একটি নির্দিষ্ট দামে অনুমোদিত কমিশন এজেন্টের মাধ্যমে চালান বিক্রির ব্যবস্থা করেছিলেন। অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল যে মধ্যস্থতাকারী অভিযোগকারীকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া পুরো পরিমাণ অর্থ প্রদান করতে ব্যর্থ হয়েছে। এই তথ্যের ভিত্তিতে, জাতীয় কমিশন বলেছিল যে, অভিযোগকারীর অনুরোধে বাধ্য হয়ে মধ্যস্থতাকারী কেবল একজন প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করছে, এবং তাও কেবল অভিযোগকারীকে যে ক্ষতি হতে পারত তা হ্রাস করার জন্য

চালানটি কোনও বিবেচনা ছাড়াই বিক্রি হয়নি। সুতরাং, এটি বলা যায় না যে মধ্যস্থতাকারী বিবেচনার জন্য একটি পরিষেবা প্রদান করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন।

১৩.৩. এটা লক্ষণীয় প্রাসঙ্গিক যে, জাতীয় কমিশনের আদেশ থেকে এমন কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না যে, পক্ষগুলি এমন একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে যার মাধ্যমে মধ্যস্থতাকারী কৃষকদের তাদের উৎপাদিত পণ্যের আরও বিক্রির বিষয়ে একটি পরিষেবা প্রদান করতে সম্মত হয়েছে। উপরন্তু, জাতীয় কমিশন জানতে পেরেছে যে, মধ্যস্থতাকারী পক্ষগুলির মধ্যে একটি চুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে পণ্য কিনেছে বলে ধরে নেওয়া হলেও, এই ধরনের লেনদেনে কৃষকই একজন বিক্রেতা ছিলেন এবং ১৯৮৬ সালের আইনের অধীনে তাকে "ভোক্তা" হিসাবে গণ্য করা যায় না।

১৩.৪. এটা স্পষ্ট যে, 'শক্তিত সুগার'-এর ক্ষেত্রে কৃষক ও কর্পোরেশনের মধ্যে একটি স্পষ্ট চুক্তি ছিল যে, ঋণ গ্রহণে সহায়তার মাধ্যমে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে, যা পরিষেবা প্রদানের সমতুল্য, এমন একটি ঘাটতি যা ১৯৮৬ সালের আইনের অধীনে ব্যবস্থা নেওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। সুতরাং, কৃষক সম্পূর্ণরূপে বিক্রেতা ছিলেন না এবং কর্পোরেশনের কাছ থেকে পরিষেবাও নিচ্ছিলেন। এই ক্ষেত্রে, শঙ্কর রেড্ডির উপর নির্ভরতা যথাযথ নাও হতে পারে।

১৩.৫. আমরা এটাও দেখতে পাই যে, চুক্তিভিত্তিক ব্যবস্থা থেকে ভোক্তা বিরোধের উদ্ভব না হওয়ার দৃষ্টিভঙ্গি ভুল কারণ এটি '১৯৮৬ সালের আইনের ২ (চ) ধারার অধীনে স্পষ্ট শর্ত যে পরিষেবায় কোনও ত্রুটি, অসম্পূর্ণতা, ঘাটতি বা কর্মক্ষমতার গুণমান, প্রকৃতি এবং পদ্ধতিতে অপ্রতুলতা থেকে উদ্ভূত হতে পারে যা বর্তমানে বলবৎ কোনও আইন দ্বারা বা তার অধীনে বজায় রাখা প্রয়োজন বা কোনও চুক্তির অনুসরণে বা অন্য কোনও পরিষেবার ক্ষেত্রে কোনও ব্যক্তির দ্বারা সম্পাদিত হওয়ার জন্য গৃহীত হয়েছে'।

১৩.৬. উপরের বিষয়গুলির পরিপ্রেক্ষিতে আমরা দেখতে পাই যে, শক্তি চিনির উপর নির্ভর করে এই যুক্তি দেওয়া যায় না যে, একজন কৃষক তার উৎপাদিত পণ্য বিক্রি করলে ১৯৮৬ সালের আইনের অধীনে কোনও পরিস্থিতিতেই "ভোক্তা"-র কাছে তা হস্তান্তরিত হতে পারে না। যেমনটি আমরা উপরে আলোচনা করেছি, যে ক্ষেত্রে কৃষক পণ্য কিনেছেন বা জীবিকা নির্বাহের জন্য উৎপাদিত পণ্য উৎপাদনের জন্য পরিষেবাগুলি ব্যবহার করা হয়, এই সত্য যে উক্ত পণ্যগুলি বিক্রেতা বা পরিষেবা প্রদানকারী বা তৃতীয় পক্ষের কাছে বিক্রি করা কৃষকের পথে "ভোক্তা" হিসাবে দাঁড়াতে পারে না।

১৪. আবেদনকারী জাতীয় কমিশনের সিদ্ধান্তের কথাও উল্লেখ করেছেন-উইমকো লিমিটেড বনাম অশোক সেখন, এটি (২০০৮) সিপিজে ২১০

(এন. সি.)। এই ক্ষেত্রে, অভিযোগকারী একটি কর্পোরেশনের জন্য ১৮০০ পপলার ট্রান্সপ্লান্ট কিনেছিলেন বড় আকারে গাছ লাগানোর জন্য এবং সেগুলি কর্পোরেশনের কাছে বিক্রি করার জন্য। জাতীয় কমিশন সিনকো টেক্সটাইল (উপরে)-এ তার পূর্ববর্তী সিদ্ধান্ত এবং লক্ষ্মী ইঞ্জিনিয়ারিং (উপরে)-এ এই আদালতের সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করেছে, এই নীতির জন্য যে "স্ব-কর্মসংস্থান" "বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে" ধারার ব্যতিক্রম তখনই প্রযোজ্য ছিল যখন ক্রেতার দ্বারা কেনা পণ্যগুলি তার জীবিকা অর্জনের জন্য নিজেকে নিযুক্ত করে ক্রেতা নিজে ব্যবহার করতেন। এটি বলা হয়েছিল যে ৯ একর জমিতে ১৮০০ টি গাছ লাগানো, এবং তাও পুনরায় বিক্রির জন্য, স্ব-কর্মসংস্থান স্তরে এবং বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য ছাড়া বলা যায় না। সুতরাং, অভিযোগকারীকে ১৯৮৬ সালের আইনের অধীনে গ্রাহক হিসাবে গণ্য করা হয়নি। আমরা দেখতে পাই যে এই সিদ্ধান্তটি স্পষ্টভাবে আলাদা কারণ এটি স্পষ্ট যে গাছগুলি একটি "বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে" চাষ করা হয়েছিল, যা এখানে এটি ক্ষেত্রে নয়।

১৫. পরিশেষে, আমরা পৃথ্বীরাজ নারায়ণরাও চৌহান বনাম ন্যাশনাল সিডস কর্পোরেশন লিমিটেড, আবেদনকারী দ্বারা উদ্ধৃত সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করতে পারি। এটি বীজ কোম্পানির দ্বারা প্রদত্ত ভিত্তি বীজের সাহায্যে উৎপাদিত বীজ পুনর্বার কেনারও একটি মামলা ছিল। বীজ সংস্থাটি বিভিন্ন ধরনের পাটের জন্য তার বীজ উৎপাদন কর্মসূচিতে অংশ নেওয়ার জন্য কৃষকদের কাছে যোগাযোগ করেছিল এবং উৎপাদিত বীজের প্রতি কুইন্টালে একটি নির্দিষ্ট ন্যূনতম ক্রয় মূল্যের আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল। ফসলের দুর্বল অঙ্কুরোদগমের কারণে চাষের অধীনে থাকা অঞ্চলটি বীজ সংস্থার শংসাপত্র থেকে প্রত্যাহার করা হয়েছিল, যার ফলে কৃষকদের ভারী ক্ষতি হয়েছিল, যার ভিত্তিতে ভোক্তাদের অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল।

১৫.১. পৃথ্বীরাজের রাজ্য কমিশন শক্তি সুগার (উপরে)-এ গৃহীত দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছিল যে কোনও বিক্রেতাকে ভোক্তা হিসাবে বিবেচনা করা যাবে না, এই বলে যে যেহেতু অভিযোগকারীরা সেখানে বাইব্যাক লেনদেনে প্রবেশ করেছে, তাই তারা বিক্রেতা হিসাবে কাজ করছে এবং তাই গ্রাহক হিসাবে বিবেচিত হতে পারে না। এই দৃষ্টিভঙ্গিকে জাতীয় কমিশন সমর্থন করেছিল, যা উইমকো (উপরে)-র সিদ্ধান্তের উপরও নির্ভর করেছিল।

১৫.২. যেমনটি আমরা ইতিমধ্যেই লক্ষ্য করেছি যে, আমরা শক্ত চিনির ক্ষেত্রে গৃহীত দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে একমত হতে অক্ষম। অধিকন্তু, ইতিমধ্যে প্রকাশিত কারণগুলির জন্য, এবং বিশেষ করে মধুসূদন (উপরে) মামলায় এই আদালতের সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে, আমরা দেখতে পাই যে পৃথ্বীরাজের জাতীয় কমিশন এই রায় দেওয়ার ক্ষেত্রে ভুল করেছিল যে, পুনর্খরীদের লেনদেনে প্রবেশ করা একজন কৃষককে ১৯৮৬ সালের আইনের অধীনে "ভোক্তা" হিসাবে সুবিধা গ্রহণ করতে বাধা দেবে।

১৬. এই বিষয়টি নিয়ে কথা বলার আগে, আমরা মনে করি যে ভারতীয় কৃষি পরিস্থিতি আজ অত্যন্ত বিপন্ন অবস্থায় রয়েছে। কৃষকদের উপরের মাটি ক্ষয়, বিষাক্ত সার ও কীটনাশকের কারণে খাদ্য, জল ও মাটির দূষণ এবং আবহাওয়ার অনিশ্চয়তার মতো গুরুতর পরিবেশগত উদ্বেগের মোকাবিলা করতে হয়, যা জলবায়ুর অবনতির সাথে সাথে আরও গুরুতর ও অপ্রত্যাশিত হয়ে উঠছে। দেশের কিছু অংশে, যেমন পাঞ্জাবে, কীটনাশক ব্যবহার করা যথেষ্ট বিষাক্ত যা ক্যান্সারের মতো রোগের অভূতপূর্ব ঘটনার দিকে পরিচালিত করেছে। খামারগুলির যান্ত্রিকীকরণ নিঃসন্দেহে দেশের খাদ্য নিরাপত্তায় অনেক অগ্রগতির দিকে পরিচালিত করেছে, তবে এটি একটি গুরুতর ব্যয়ে এসেছে।

১৬.১. ফসলের বৈচিত্র্য এবং আবর্তনের মতো অনুশীলনগুলি, যা প্রজাতির বৈচিত্র্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এবং এইভাবে মাটির স্বাস্থ্য বজায় রাখতে এবং খামারের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে, এবং চাষের ঐতিহ্যবাহী রূপগুলিতে অন্তর্নির্মিত, সমস্ত আকারের কর্পোরেটদের দ্বারা ভারতীয় খামারে ক্রমবর্ধমান অনুপ্রবেশের কারণে হুমকির মুখে রয়েছে, যা বর্ধিত ফলন এবং আকর্ষণীয় লাভের প্রতিশ্রুতি নিয়ে আসে। বীজ বিক্রির ক্ষেত্রেও এটি সত্য, যদিও ভারতীয় আইন বীজ সহ উদ্ভিদ সামগ্রীকে পেটেন্টযোগ্যতা থেকে রক্ষা করে।

১৬.২. বেশিরভাগ ভারতীয় কৃষকের কেবলমাত্র ছোট জমির মালিকানা রয়েছে, যার জন্য সেচ, বিদ্যুৎ, বীজ, সার এবং কীটনাশকের মতো ব্যয়বহুল উপকরণের প্রয়োজন হয়, তবে এর খরচ মেটানোর জন্য পর্যাপ্ত উৎপাদন উৎপন্ন হয় না। যদিও ভারতে ছোট কৃষকদের উপর বীজ সংস্থাগুলির প্রভাব এখন পর্যন্ত ন্যূনতম, যখন এই ধরনের ছোট জমির মালিক কৃষকরা বীজ সংস্থাগুলির দ্বারা নির্ধারিত শর্তে ফসল উৎপাদনের জন্য চুক্তি করে, তখন এটি এমন কিছু লাভ অর্জনের আশায় যা তাদের উপকরণের ব্যয়কে সামঞ্জস্য করবে এবং পরিবারের জন্য কিছু আয় তৈরি করবে। প্রায়শই, ফসলের জন্য শ্রম এবং যান্ত্রিকীকরণের নিবিড় ব্যবহারের প্রয়োজন হয়।অতএব, 'ওয়ান দ্য ইনস্ট্যান্ট কেস "-এর মতো চুক্তিগুলি প্রায়শই কৃষককে প্রযুক্তিগত ও আর্থিক সহায়তার নিশ্চয়তা দেয় যাতে সে তার চুক্তি শেষ করতে সক্ষম হয়। বলা বাহুল্য, ফসলের সাফল্য বা ব্যর্থতা পুরো মরশুমের জন্য কৃষকের আয় কমিয়ে দেবে বা ভেঙে দেবে। এর ফলে ক্ষুদ্র ও মাঝারি মাপের কৃষকরা এমন চুক্তিতে আটকা পড়তে পারে যেখানে তারা ব্যয়বহুল বীজ কেনে যা ত্রুটিযুক্ত হয়ে যায়, যার ফলে একটি ব্যর্থ মরশুম এবং গুরুতর আর্থিক কষ্ট হয়। ঋণের সমস্যা কৃষকের দুর্দশার আরও অবনতি ঘটায় এবং প্রায়শই আত্মহত্যার ট্র্যাজেডির মধ্যে প্রকাশ পায়। কৃষকদের আত্মহত্যা প্রকৃতপক্ষে একটি পদ্ধতিগত সমস্যা যা গত কয়েক দশক ধরে অব্যাহত রয়েছে এবং সম্ভবত আরও খারাপ হয়েছে।

১৬.৩. ১৯৮৬ সালের আইনের অধীনে কৃষকদের জন্য উপলব্ধ সংক্ষিপ্ত প্রতিকার একটি ছোট কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ উপায় হতে পারে এমন একটি ক্ষেত্রে তাত্ক্ষণিক ত্রাণ প্রদানের জন্য যা ইতিমধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে চাপের সম্মুখীন হয়েছে। নিঃসন্দেহে, বীজ সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে অভিযোগের মুখোমুখি কৃষকরা, উপযুক্ত ক্ষেত্রে, অন্যান্য প্রতিকার যেমন দেওয়ানি মামলা, বীজ আইন, ১৯৬৬ (যার সংস্কার কিছু সময়ের জন্য প্রক্রিয়াধীন) এর অধীনে ত্রাণ ইত্যাদি বেছে নিতে পারেন। তবে ১৯৮৬ সালের আইনের আওতা থেকে এই জাতীয় কৃষকদের বাদ দেওয়া আইনের উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্যকে সম্পূর্ণ উপহাস করবে।

১৬.৪. বীজ কোম্পানিগুলির মধ্যে কৃষকদের সাথে তুচ্ছ মামলা মোকদ্দমায় জড়িত হওয়ার ক্রমবর্ধমান প্রবণতা দেখে আমরা উদ্বিগ্ন, যা ১৯৮৬ সালের আইনের অধীনে পরিকল্পিত দ্রুত নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যকে কার্যত পরাজিত করে। তাৎক্ষণিক ক্ষেত্রে, আবেদনকারী এই আদালত পর্যন্ত রক্ষণাবেক্ষণযোগ্যতার প্রাথমিক বিন্দুতে গ্রাহক ফোরামের সামনে কৃষকদের দাবির বিরোধিতা করেছিলেন, যাতে উত্তরদাতাদের মতো ক্ষুদ্র কৃষকরা নিজেদের জন্য ত্রাণ সুরক্ষিত করার জন্য মামলা মোকদ্দমার জন্য অপ্রয়োজনীয় ব্যয় করতে বাধ্য হন, যা সম্ভবত দাবি করা ত্রাণের পরিমাণেরও বেশি। বীজ কোম্পানিগুলির দীর্ঘ সময়ের জন্য মামলা করার তুলনামূলকভাবে বৃহত্তর ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে সম্ভাব্য যে কোনও ভিত্তিতে ক্ষুদ্রতম দাবিও প্রতিহত করার এই প্রবণতা কৃষকদের হয়রানির চেয়ে সামান্য বেশি। ভবিষ্যতে আবেদনকারী এবং অন্যান্য বীজ কর্পোরেশনগুলির দ্বারা এই ধরনের আচরণকে নিরুৎসাহিত করার জন্য, আমরা আবেদনকারীর উপর খরচ আরোপ করা উপযুক্ত বলে মনে করি।

১৭. অতএব, আমরা জাতীয় কমিশন কর্তৃক গৃহীত আদেশে হস্তক্ষেপ করার কোনও কারণ খুঁজে পাই না যা নিশ্চিত করে যে উত্তরদাতা ১৯৮৬ সালের আইনের অর্থের মধ্যে একজন "ভোক্তা" এবং তাত্ক্ষণিক আবেদন খারিজ করে দেয়। সংশ্লিষ্ট জেলা ফোরাম এই রায় প্রাপ্তির তারিখ থেকে তিন মাসের মধ্যে অভিযোগগুলি শুনবে এবং নিষ্পত্তি করবে। আবেদনকারীর উপর ২৫,০০০/- টাকা মূল্য আরোপ করা হয় যা উত্তরদাতাকে প্রদেয়।

দেওয়ানি আবেদন নম্বর ৭৩৫৮-৭৩৭৬/২০১০

১৮. এই আবেদনগুলি দেওয়ানি আবেদন নম্বর ৭৩৫৭/২০১০-এর অনুরূপ তথ্য থেকে উদ্ভূত হয়। অতএব, উল্লিখিত আবেদনের পি-তে পাস করা আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে এগুলি খারিজ করা হয়। এটি স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে এই আবেদনগুলির প্রত্যেকটিতে আবেদনকারীকে ২৫,০০০/- টাকা দিতে হবে, প্রতিটি আবেদনের উত্তরদাতাদের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করতে হবে।

অঙ্কিত জ্ঞান আবেদন খারিজ।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং

সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Arka Sadhu